

নিউ থিয়েটাস' কর্তৃক প্রযোজিত



শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী

শর্বচন্দ্রের

# দেবদাস

পরিবেশক :—

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন্ লিমিটেড

১২৫নং ধৰ্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

## —দেবদাস—

### চরিত্র

দেবদাস	...	প্রমথেশ বড় যা
পার্বতী	...	যমুনা
চন্দ্রমুখী	...	চন্দ্রাবতী
ফেত্রমণি	...	ফেত্রবলা
চূলীলাল	...	অগ্র মলিক
ভুবন চৌধুরী	...	দীনেশ দাস
ধৰ্মদাস	...	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
অঙ্গ ভিথারী	...	কৃষ্ণচন্দ্ৰ
বিজদাস	...	নির্মল দাস গুপ্ত
জনৈক ভদ্রলোক	...	সায়গল
মহেশ	...	শৈলেন পাল
গাড়োয়ান	...	অহি সাহ্যাল
ঘশোদা	...	লীলা
জলদবালা	...	কিশোরী
বড় বৌ	...	প্রতাবতী

## ○○○○○○○○ ○ দেবদাস ○ ○○○○○○○○

( গল্পাংশ )

তালসোন্নপ্ত গ্রামের—

জমিদার নারায়ণ মুখজ্জের ছেলে—“দেবদাস”

আর পড়সী নীলকণ্ঠ চক্ৰবৰ্তীৰ মেরে—“পাৰ্বতী”।

\* \* \* \*

পিতা বলিলেন “দেবো কল্কাতায় যাক—মেথান থেকে ভাল করে পড়াশুনো করতে পারবে ।”

পার্বতী দেবদাসকে একা পাইয়া বলিল—“দেবদা, তুমি বুঝি কল্কাতায় যাবে ?” দেবদাস বলিল—“আমি কিছুতেই যাব না ।” কিন্তু—দেবদাসকে কলিকাতায় যাইতে হইল ।

\* \* \* \*

চার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে । এই কয়বৎসরে দেবদাসের এত পরিবর্তন হইয়াছে । বালাশুভি বিজড়িত সেই সুখ দুঃখের কথা—...সেই হাসি কান্না মারামারি খেলাধূলার কথা—... ।

পার্বতীৰ বিবাহের বয়স হইল । পারুৱ ঠাকুৰ দেবদাসের জননীৰ কাছে তাহাদেৱ বিবাহেৰ কথা পাড়িলেন । কিন্তু বেচাকেনা চক্ৰবৰ্তী ঘৱেৱ মেরে ? কৰ্ত্তা বলিলেন—“কুলেৱ কি মুখ হাসাব ?”

পার্বতীৰ পিতা রাগ কৰিয়া বলিলেন—“মেয়েৱ বিয়ে দিতে আমাদেৱ পায়ে ধৱে বেড়াতে হবে না—বৱং অনেকেই আমাৰ পায়ে ধৱবে । মেয়ে আমাৰ কুৎসিত নয় ।”

তাই বৰ্ষমান জেলাৰ এক গ্রামেৱ জমিদার ভুবন চৌধুৱীৰ সঙ্গে বিবাহ স্থিৱ হইয়া গেল । বৱ দোজবৱেৰ বড় বড় ছেলে মেয়েৱ বয়স চলিশ—কিন্তু তা হইলে কি হয় । জমিদার স্বচ্ছল অবস্থা—মেয়েৱ যে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবে ।

\* \* \* \*

রাত্রি তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে—পার্বতী দেবদাসকে জাগাইল। দেবদাস জিজ্ঞাসা করিল—“কাল তোমার কি লজ্জায় মাথা কাটা যাবে না? পার্বতী বলিল—“মাথা কাটা যেত, যদি না আমি নিশ্চয়ই জানতুম আমার সমস্ত লজ্জা তুমি দেকে দেবে।”

দেবদাস বলিল—“পাকু আমাকে ছাড়া কি তোর উপায় নেই?”

পার্বতী বলিল—“না।”

\* \* \* \*

দেবদাস বলিল—“চল তোমাকে বাড়ী যেখে আসি।”

—“তুমি আমার সঙ্গে যাবে?”

—“শ্রীতি কি, যদি হৃষি মরটে হয়তো বা কতকটা উপায় হতে পারে”—

কিন্তু উপায় কিছুই হইল না দেবদাসকে কলিকাতায় যাইতে হইল। আর পার্বতীরও ভুবন চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল।

\* \* \* \*

জমিদার পত্র—কলিকাতা—বন্ধু বাংকুর ও পার্বতীকে হারাইয়া দেবদাস তাহার দুঃখ ভুলিতে মদ ধরিল। চন্দ্রমুখী বারণ করে; বলে—“দেবদাস! আর মদ খেও না, সইতে পারবে না।”

দেবদাস বলে—“সইতে পারবো বলে মদ খাইনে এখানে আসবো বলে মদ খাই.....লোকে পাপ কাজ আঁধারে করে, আর আমি এখানে এসে মাতাল হই।.....

এমন করে দেবদাসের দিন যায়। এদিকে পার্বতী তাহার স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছে।.....

ছেট্টি বৌজির আগমনে জমিদার ভুবন চৌধুরীর নিরানন্দ গৃহে আবার হাঁসি ফুটিয়া উঠিল।

\* \* \* \*

মাঝুয় চিরকাল থাকে না.....দেবদাসের পিতার মৃত্যু হইল। বড় ভাই দিজিদাস ও বৌদিদি দেবদাসের অংশের জমিদারী বন্ধক রাখিয়া তাহাকে টাকা ধার দিতে লাগিলেন এবং দেবদাসের অধোগতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন।

দেবদাসের সেই শয়ন ঘর রাত্রি সেই একটা, পার্বতী আবার আসিল। তাহার ছেলেবেলার সেই দেবদাস হৃগতি দেখিয়া তাহার চোখে জল আসিল।

সে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি মদ খেতে শিখলে কেন, আর কত হাজার টাকার নাকি গয়না গড়িয়ে দিয়েছ?”.....আরও বলিল—‘দেবদাস, “আমি যে মরে যাচ্ছি—কখনো তোমার মেবা করতে পেলাম না—আমার আজন্মের সাধ”’ দেবদাসের চোখে জল আসিল। দেবদাস প্রতিজ্ঞা করিল “একথা কখনও ভুলবো না—আমাকে যত্ন করলে যদি তোমার দুঃখ ঘোচে—আমি তোমার কাছে যাব। মরবার আগেও একথা আমার স্মরণ থাকবে।”

দেবদাস বড় ভাইয়ের কাছে বাকী সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। সংসারে যে তাহার বন্ধন কিছুই নাই। পার্বতী সে যে আজ পরস্তী—তাহাকে সে যে জন্মের মত হারাইয়াছে। চন্দ্রমুখী?—না তাহার ঘৃণা হয়। দেবদাস তাই শুধু মদকে জীবনের একমাত্র সঙ্গী করিয়া, তাহাতেই নিজের সমস্ত দুঃখ ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করিল।

দিন যায়.....একদিন মাতাল হইয়া দেবদাস রাস্তার উপর পড়িয়া আছে—গারে জর, লিভারের ব্যথা—শরীর বুরি আর চলে না। চন্দ্রমুখী তাহাকে রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনিল, তাহার সর্বস্ব দিয়া শুশ্রব করিয়া দেবদাসকে আবার ভাল করিয়া তুলিল। চন্দ্রমুখী যে দেবদাসকে ভালবাসিয়াছে। সারিয়া উঠিয়া দেবদাস একদিন জিজ্ঞাসা করিল—“চন্দ্রমুখী, তুমি আমায় কেন এত প্রাণপণে সেবা করছ?” চন্দ্রমুখী বলিয়া ফেলিল—“তুমি আমার সর্বস্ব, তাকি আজও ব্যাতে পারনি?” দেবদাস ধীরে ধীরে বলিল—“তা পেরেছি, কিন্তু তেমন আনন্দ পাই না”.....দেবদাস চলিয়া গেল।

মরণের পথে দীড়াইয়া দেবদাসের মনে পড়িল, পার্বতীর কাছে তাহার প্রতিজ্ঞা সে যে বলিয়াছিল মৃত্যুর আগে সে যাইবে.....দেবদাস তাই ফিরিল। সংসারে তার সব চেয়ে আপনার পার্বতী। তাহারই কাছে পৌছিতে হইবে।

দেবদাসের ভাগ্যে তাহা ঘটিল না।

আর পার্বতী?

## গান

( ১ )

যেতে হ'বে যেতে হ'বে যেতেই হবে রে ।  
 অবোধ শিঙ্গুর মত বাণী বিশ্ব করে কানাকানি,  
 বলে—“যেতে দিবনা রে” প্রেমের গরবে ।  
 মরমের এই প্রার্থনা যে প্রকাশ করা শুভই সাজে  
 হার মানিয়ে বারে বারে আসবে সময় যবে ।  
 বুক ভরা সব ম্রেহের বাঁধন তবু বিফল হ'বে ॥  
 গভীর দৃঢ়-ব্যাঘায় মগন নিখিল আকাশ ধরা  
 যতই চলি শুনি যেন ব্যাকুল করা স্বরটা কেন  
 সেই পুরাতন বিপুল কানন অসীম মাঝায় ভরা ।  
 মানব হন্দয় একতারাতে উঠেছে ধৰনি দিবস রাতে  
 “যেতে নাহি দিব তোমায়”—অনাহত রবে ॥

( ২ )

আহা মরমে মরিয়া রই দেখি ও বদন-চাঁদে  
 প্রাণ নিলে দিলে কই শুধু বেঁধে গোলে ফাঁদে ।

মনে পড়ে সেই দিটি  
 অধরে চুম্বন মিটি

বাসর শয়ন লাগি আকুল কামনা কাঁদে ।

( ৩ )

তুমি একলা ঘরে রও গো তোমার  
 চেয়ে বিজন পথের পারে ।

কোন্ ধ্যানের ধনে ক্ষণে ক্ষণে  
 দেখবে বলে হন্দয় দ্বারে ।

কি যেন চাও বলুবে কারে কিছুই তোমার হয় না বলা।  
 থাকে সেগো অগম দেশে, যিছে অভিসারের চলা ।

পথ যে স্তুত সব অচেনা,  
 বিফল প্রাণের লেনা দেনা রে ।

ও যে অক্ষ-াঁখি রও একাকী আপন বাতায়নের ধারে ।

( ৪ )

গোলাপ হয়ে উর্তুক ফুটে তোমার রাঙ্গা কপোল থানি ।  
 ভোম্রা সম গুণ-গুণিয়ে শুনিয়ে যাবো প্রণয় বাণী ॥

একটু তোমার পরশ লাগি পরাণ আমার হয় বিরাগ  
 পিয়াস জাগায় অধর তব দেয় কামনাৰ খবৰ আনি ॥  
 কুঁড়ি বুকে গড়ে যেমন কাঁদে সমীৰ মিলন তবে ॥  
 তোমায় বাচি বাসনা মোৰ আকুল আশায় কেঁদে মরে ॥  
 প্ৰেম যদি না দিলে প্রাণে আসবো তবে কিম্বের টানে ॥  
 তবু কেন চোখের কোনে হাসিৰ খেলা নাহি জানি ॥

( ৫ )

কাহারে যে জড়তে চাই দুটী বাহুলতা ।  
 কে শুনেছে মোৰ পৰাণেৰ নীৱৰ আকুলতা ।  
 হৃপুৰ বলে নাচেৰ তালে  
 বাঁধনো তাৰে প্ৰেমেৰ জালে,  
 দুই অধৰে শুনাৰে যে  
 মদিৰ মিলন কথা ॥  
 দেব বুকেৰ 'পৱে  
 আলিঙ্গনেৰ লতার ডোৱে  
 আজকে বঁধু বৌবনেৰি  
 জাগাও চপলতা ॥

( ৬ )

ওৱে আমার কুঁচ বৱণ পৰাণ-স্থীৱে ॥  
 চোখেৰ পলক পড়ে না মোৰ তাহার লাগিবে ।  
 আকা বাঁকা এ পথ ধৰে চলছি দিবা রাতি ॥  
 নিভ নিভ হয়ে এলো এই জীবনেৰ বাতি ।  
 কাম্বাৰি স্তুত হৰে যাবৰে যাহাই বকিৱে ॥

( ৭ )

ও তোৱ মৱণ যেদিন আসবে কাছে  
 পাৱেৰ বাঁশী বাজবে কানে ।  
 যেন বহে প্রাণে শাস্তি ধাৱা  
 একটী ব্যাকুল অঞ্চ দানে ॥  
 তোৱ জীবনেৰ কল্যাণী সে নাশে যেন বিষাদবিষে ।  
 সহজ মনে যেন রে তুই পারিস যেতে দূৰেৰ পানে ॥  
 ওৱে শৃং বিদায় না হয় যেন বিফল বিদায় চৱম ক্ষণে  
 ব্যথায় কৰণ মুখানি তোৱ ওঠে ভাসি চোখেৰ কোণে  
 যেন ললাটে তোৱ পৌছে এসে ম্বেহে কৰ'পৰশ-শেয়ে  
 ভৱা তাহার হন্দয় পৰাণহন্দয়ে তোৱ যেন আনে ।

---

Published by Aurora Film Corporation Limited and Printed at Prosanna Printing Press,  
26, Bose Para Lane, Baghbazar, Calcutta.

---

দেবদাস



দেবদাস চলিয়াছে, দেশ বিদেশ ঘুরিয়া বেড়াইত্তে—সঙ্গে  
পুরাতন ঢাকর—তার ধর্ম্ম। দেবদাসের শূণ্য মন মাঝে মাঝে  
হাহাকার করিয়া উঠে—দেহের উপর যত্ন নাই, অত্যাচার অবসাদে  
তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পাড়ল—কালব্যাধি ধরিল।

মরণের পারে দাঢ়াইয়া দেবদাসের মনে পড়ল, পার্বতীর কাছে  
তাহার প্রতিজ্ঞা। সে যে বলিয়াছিল মৃত্যুর আগে সে যাইবে।  
.....দেবদাস তাই ফিরিল। সংসারে তার সবচেয়ে আপনার  
পার্বতী। তাহারই কাছে পৌঁছিতে হইবে।

ট্রেন চলিয়াছে। দীর্ঘ পথ—সময় কম, তাই আরও হন্দীর্ঘ মনে  
হয়। দেবদাসের মন আশঙ্কায় ভরিয়া উঠিল।

দেবদাস



ট্রেন হইতে গরুর গাড়ী আরও দুইদিন লাগিবে। দেবদাস  
গাড়ীর ভিত্তি অসাড়—আচেন। মৃত্যুর করাল ছায়া তাহার উপর  
আসিয়া পড়িয়াছে। সজ্জান হইয়া দেবদাস গাড়োয়ানকে বলিল—  
“ওরে, আর কত পথ? আর যে সময় নেই।”

সময় ছিলও না।

মরে সবাই.....দেবদাসও মরিল—তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু



সে সময় যেন একটি কর্পূর—এককেটা চোখের জল—একটি  
করুণাদ্র স্নেহময় মুখ দেখিয়া সে মরিতে পারে—

দেবদাসের ভাগ্যে তাহা ঘটিল না !

আর পারিবতী ?.....

○ ○

○

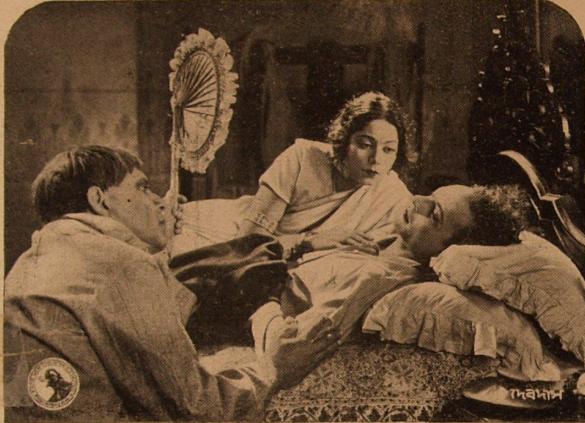
যোগ



## গান

১। যেতে হ'বে যেতে ই'বে যেতেই ইবে রে।  
অবোধ শিশুর মত বাণী বিশ করে কানাকানি  
বলে—“যেতে দিব না রে” প্রেমের গরবে।  
মরমের এই প্রার্থনা যে প্রকাশ করা শুধুই সাজে,  
হার মানিবে বারে বারে আসবে সময় যবে।  
বুক-ভরা সব মেছের বীধন তবু বিফল হ'বে॥  
গভীর ছৃঢ়থ-ব্যথায় মগন নিখিল আকাশ ধরা  
যতই চলি শুনি যেন ব্যাকুল করা সুরটী কেন  
সেই পুরাতন বিপুল কাঁদন অসীম মায়ায় ভরা।  
মানব-হৃদয় একতাৱাতে উঠচে ধৰনি দিবস-ৱাতে  
“যেতে নাহি দিব তোমায়”—অনাহত রবে।

সতের



- ২। আহা মরমে মরিয়া রই দেখি ও বদন-চাঁদে।  
প্রাণ মিলে দিলে কই শুধু বেঁধে গেলে ফাঁদে।  
মনে পড়ে সেই দিঠি  
অধরে চুম্বম মিঠি  
বাসর শয়ন লাগি আকুল কামনা কাঁদে।
- ৩। তুমি একলা ঘরে রও গো তোমার,  
চেয়ে বিজন পথের পারে।  
কোন্ ধ্যানের ধনে ক্ষণে ক্ষণে  
দেখবৈ বলে হাদয় দারে।  
কি যেন চাও বলবে কারে কিছুই তোমার হয় না বলা।  
থাকে সেগো অগম দেশে, মিছে অভিসারের চলা।  
পথ যে শুদ্ধুর সব অচেনা,  
বিফল প্রাণের লেনা-দেনা-রে।  
ও যে অশ্র-অৰ্থি রও একাকী আপন বাতায়নের ধারে।

৪। গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে তোমার রাঙা কপোল খানি।  
তোম্রা সম গুণ-গুণিয়ে শুনিয়ে যাবো প্রণয়-বাণী ॥  
একটু তোমার পরশ লাগি পরাণ আমাৰ হয় বিৰাগী  
পিয়াস জাগায় অধৰ তব দেয় কামনাৰ খবৰ আনি ॥  
কুঁড়িৰ বুকে গন্ধ যেমন কাঁদে সমীৰ মিলন তরে।  
তোমায় যাচি বাসনা মোৰ আকুল আশায় কৈদে  
প্ৰেম যদি না দিলে প্ৰাণে আসবো তবে কিসেৰ টানে।  
তবু কেন চোখেৰ কোণে হাসিৰ খেলা—নাহি জানি ॥

৫। কাহারে যে জড়াতে চায় দৃষ্টি বাহুলতা।  
কে শুনেছে মোৰ পৰাণেৰ নৌৰব আকুলতা।  
নৃপূৰ্ব বলে নাচেৰ তালে  
বাঁধবো তাৰে প্ৰেমেৰ জালে,  
হই অধৰে শুনাবে যে  
মদিৱ-মিলন-কথা ॥  
লাতিয়ে দেব বুকেৰ পাৰে  
আলিঙ্গনেৰ লতাৰ ডোৱে  
আজকে বঁধু যৌবনেৰি  
জাগাও চপলতা ॥

## দেবদাস

৬।      ওরে আমাৰ কুঁচুৰণ পৱাণ-সখিৰে ॥  
চোখেৰ পলক পড়ে না মোৰ তাহাই লখিৰে ॥  
আঁকা বঁকা এ পথ ধৰে চলচি দিবাৰাতি ।  
নিভ-নিভ হয়ে এলো এই জীবনেৰ বাতি ।  
কাহারি শুৱ হয়ে যায়ৱে যাহাই বকিৱে ।

---

৭।      ও তোৱ মৱণ যেদিন আসবে কাছে  
পাৱেৰ বঁশী বাজবে কানে ।  
যেন বহে প্রাণে শান্তি ধাৱা  
একটা ব্যাকুল অশ্চ-দানে ।  
তোৱ জীবনেৰ কল্যাণী যে নাশে যেন বিষাদ-বিষে ।  
সহজ মনে যেন রে তুই পাৱিস যেতে দূৰেৰ পানে ॥  
ওৱে শৃঙ্খ বিদায় না হয় যেন বিফল বিদায় চৱম-ক্ষণে  
ব্যথায় কৱণ মুখখানি তোৱ ওঠে ভাসি চোখেৰ কোণে  
যেন ললাটে তোৱ পৌছে এসে স্নেহেৰ-কৱ-পৱশ-শেষে  
ভৱা তাহার হনয় পৱাণ শুমুখে তোৱ যেন আনে ।

---



PIONEER PRATTON LIBRARY

30-3-35

દ્વારામ

દ્વારામ

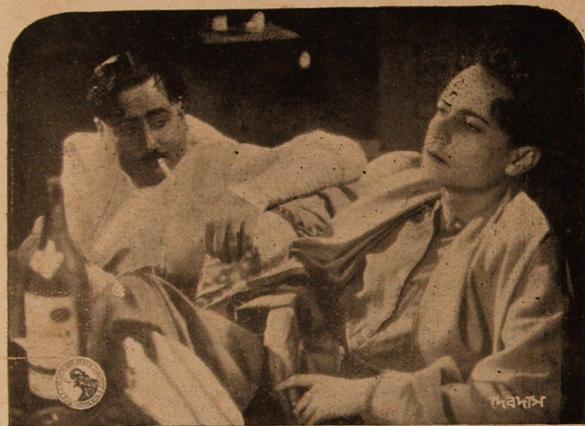


# ଦେବଦାମ

ରାଜସ୍ମର

## দেবদাস ও চরিত্র

দেবদাস	...	...	প্রমথেশ বড়ুয়া
পার্বতী	...	...	যমুনা
চন্দ্রমুখী	...	...	চন্দ্রাবতী
ক্ষেত্রমণি	...	...	ক্ষেত্রবালা
চূনীলাল	...	...	অমর মল্লিক
ভূবন চৌধুরী	...	...	দীনেশ দাশ
ধৰ্মদাস	...	...	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
অঙ্গ ভিথারী	...	...	কৃষ্ণচন্দ্র দে
বিজদাস	...	...	নির্মল দাশগুপ্ত
জানেক ভদ্রলোক	...	...	সায়গল
মহেশ	...	...	শৈলেন পাল
গাড়োয়ান	...	...	অহি সান্ত্বাল
বশোদা	...	...	লীলা
জলদবালা	...	...	কিশোরী
বড়-বো	...	...	প্রভাবতী



দেবদাসের চোখে জল আসিল। দেবদাস প্রতিভা করিয়া বলিল—  
“একথা কথনো ভুলবো না—আমাকে যত্ন করলে যদি তোমার দুঃখ  
ঘোচে—আমি তোমার কাছে যাব। মরবার-আগেও একথা আমার  
স্মরণ থাকবে।”

\* \* \* \*

দেবদাস বড় ভাইয়ের কাছে বাকি সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা  
লাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। সংসারে যে তাহার বন্ধন কিছুই নাই।  
পার্বতী! সে যে আজ পরত্তি—তাহাকে যে সে জন্মের মত  
হারাইয়াছে! চন্দ্রমুখী?—না, তাহার ঘৃণা হয়। দেবদাস তাই শুধু  
মদকে জীবনের একমাত্র সঙ্গী করিয়া, তাহাতেই নিজের সমস্ত দুঃখ  
ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করিল।

\* \* \* \*

বার



দিন ঘায়... ....একদিন মাতাল হইয়া দেবদাস রাস্তার উপর  
পড়িয়া আছে—গায়ে জুব, লীভারের ব্যথা—শরীর বুরি আর চলে না।  
চন্দ্রমুখী তাহাকে রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনিল, তাহার সববস্তু দিয়া  
সেবা শুশ্রাৰ্য্যা করিয়া দেবদাসকে আবার ভাল করিয়া তুলিল।  
চন্দ্রমুখী যে দেবদাসকে ভাল বাসিয়াছে। সারিয়া উঠিয়া দেবদাস  
একদিন জিজ্ঞাস করিল—“চন্দ্রমুখী, তুমি আমার কে, যে এত প্রাণপনে  
আমার সেবা করছ ?” চন্দ্রমুখী বলিয়া ফেলিল—“তুমি আমার সর্ববিষ্ট,  
তাকি আজও বুকতে পারোনি ?” দেবদাস ধীরে ধীরে বলিল—“তা  
পেরেছি, কিন্তু তেমন আমন্দ পাইনা”..... দেবদাস চলিয়া গেল।

\* \* \* \*

তের



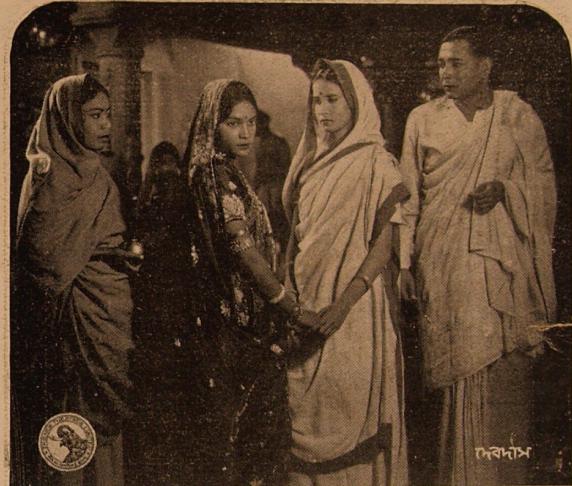
পার্বতী দেবদাসকে একা পাইয়া বলিল—“দেবদা, তুমি বুঝ কল্পকাতায় যাবে ?” দেবদাস বলিল—“আমি কিছুতেই যাবনা।”  
কিন্তু—দেবদাসকে কল্পকাতা যাইতে হইল।

\* \* \* \*

চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই কয়বৎসরে দেবদাসের এত পরিবর্তন হইয়াছে যে দেখিয়া পার্বতী গোপনে কাঁদিয়া অনেকবার চঙ্কু মুছিল। বাল্যস্মৃতি বিজড়িত সেই স্মৃথ দুঃখের কথা.....মেই হাসি কানা, সেই মারামারি খেলাধূলোর কথা.....

\* \* \* \*

পার্বতীর বিবাহের বয়স হইল। পার্বত ঠাকুর দেবদাসের

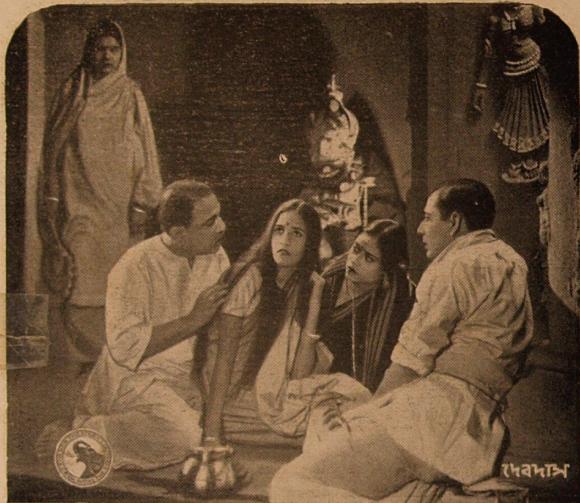


জননীর কাছে তাহাদের বিবাহের কথা পাঠিলেন। কিন্তু বেচাকেনা চক্রবর্তী ঘরের মেয়ে ? কিন্তু বলিলেন—“কুলের কি মুখ হাসাব ?”

পার্বতীর পিতা রাগ করিয়া বলিলেন—“মেয়ের বিয়ে দিতে আমাদের পায়ে ধরে বেড়াতে হয় না—বরং অনেকেই আমার পায়ে ধরবে। মেয়ে আমার কুণ্ডিত নয়।”.....

তাই বর্কমান জেলার এক গ্রামের জমিদার ভূবন চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ স্থির হইয়া গেল। বর দোজবরে—বড় বড় ছেলে মেয়ে—বয়স চার্লিশ—কিন্তু তাহা হইলে কি হয় ! জমিদার—স্বচ্ছল অবস্থা—মেয়ে যে স্মৃথ স্বচ্ছন্দে থাকিবে—

\* \* \* \*



দেবদাস

রাত্রি তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে—পার্বতী নিঃশব্দে দেবদাসের ঘরে আসিয়া দেখিল দেবদাস নিস্তিত। পার্বতী দেবদাসকে জাগাইল..... দেবদাস জিজ্ঞাসা করিল—“কাল তোমার কি লজ্জায় মাথা কাটা যাবে না ?” পার্বতী বলিল—“মাথা কাটা যেত, যদি না আমি নিশ্চয়ই জানতুম আমার সমস্ত লজ্জা তুমি দেকে দেবে”।

দেবদাস বলিল—“পার—আমাকে ছাড়া কি তোর উপায় নেই ?” পার্বতী বলিল—“না”।

\* \* \* \*

দেবদাস বলিল—“চল, তোমাকে বাড়ী রেখে আসি।”



দেবদাস

—“তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?”

“ক্ষতি কি, যদি দুর্গাম রটে হয়তো বা কতকটা উপায় হতে পারে”——

কিন্তু উপায় কিছু হইল না। দেবদাসকে কলিকাতা যাইতে হইল। আর পার্বতীরও ভূবন চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল।

\* \* \* \*

জমিদার পুত্র—কলিকাতা—বঙ্গ বাস্তব পার্বতীকে হারাইয়া দেবদাস তাহার দুঃখ ভুলিতে মন ধরিল। বঙ্গ চূলীলাল অবনতির এক সোপান নীচে নামাইয়া কোথায় সরিয়া গিয়াছে। চন্দ্রমুখীর ঘর—চন্দ্রমুখী বারণ করে; বলে, দেবদাস ! আর মন খেওনা, সইতে পারবেনা।”



দেবদাস বলে—“সইতে পারবো বলে মন থাইনে—এখানে  
আসব বলে মন থাই.....লোকে পাপ কাজ আধারে করে, আর  
আমি এখানে এসে মাতাল হই ।.....”

এমনি করে দেবদাসের দিন যায়। এনিকে পার্বতী তাহার  
আমীর ঘর করিতে আসিয়াছে। এই ছোট গৃহীর সুন্দর মুখখানি  
দেখিয়া ভূবন বাবুর মুখ দিয়া অক্ষুটে বাহির হইয়া পড়ে—আহা!  
ভাল করিনি।

পার্বতী বলে—“কি ভাল করনি গো ?”—“ভাবছি তোমাকে  
এখানে সাজেনা—”। পার্বতী হাসিয়া বলে—“খুব সাক্ষে, আমাদের  
আবার সাজাসাজি কি ?”

ছোট বটটির আগমনে জমিদার ভূবন চোধুরীর নিরানন্দ গৃহে  
আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল।

\* \* \* \*



মানুষ চিরকাল থাকে না.....দেবদাসের পিতার মৃত্যু  
হইল। বড় ভাই বিজদাস ও বৌদিদি দেবদাসের অংশের জমিদারী  
বন্ধক রাখিয়া তাহাকে টাকা ধার দিতে লাগিলেন এবং দেবদাসের  
অধোগতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন।

\* \* \* \*

দেবদাসের সেই শয়ন-ঘর—রাত্রি সেই একটা। সেই পার্বতী  
আবার আসিল। তাহার ছেলেবেলার সেই দেবদাস'র দুগতি দেখিয়া  
তাহার চক্ষে জল আসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল “তুমি মন থেতে  
শিখলে কেন, আর কতহাজার টাকার নাকি গয়না-গড়িয়ে দিয়েছ”  
.....আরও বলিল—‘দেবদাস’ আমি যে মরে যাচ্ছি—কখনো  
তোমার সেবা করতে পেলাম না—আমার’ আজমের, সাধ—”

দেবদাস

চিরশিল্পী :—

নৌতিন বস্ত্র তত্ত্বাবধানে—  
ইয়ুগ্মফ মুলজী  
দিলীপ শুণ্ঠ  
সুধীন মজুমদার

শব্দযন্ত্রী :—

লোকেন বস্তু  
শ্যামশুন্দর বিশ্বাস  
ননী মিত্র

সঙ্গীত পরিচালক :—

বাইচাঁদ বড়াল  
পঙ্কজ মজ্জিক

বাদস্থাপক :—

অমর মজ্জিক  
আমাখ মিত্র  
বোকেন চট্টোপাধ্যায়

গান :—

বাণী কুমার

রসায়নাগারাধাক :—

সুবোধ গাঙ্গুলী

সম্পাদক :—

সুবোধ মিত্র

পরিচালক  
চিরনাট্যকার } :—

প্রমথেশ বড়ুয়া  
ফণি মজুমদার



দেবদাস

তালসোনা পুর গ্রামের—

জমিদার নারায়ণ মুখুজ্জের ছেলে—দেবদাস ;

আর পড়্সী নৈলকঠ চক্ৰবৰ্তীৰ মেয়ে—পার্বতী।

\* \* \* \*

পিতা বলিলেন—“দেবা কল্কাতায় যাক—সেখানে থেকে ভাল  
করে পড়াশুনা করতে পারবে।”

\* \* \* \*

## গান

( ১ )

যেতে হ'বে যেতে হ'বে যেতেই হবে রে ।  
 অবোধ শিশুর মত বালী বিধি করে কানাকানি  
 বলে—“যেতে দিবনা রে” প্রেমের গরবে ॥  
 মরমের এই প্রার্থনা মে প্রকাশ করা শুভই সাজে  
 হার মানিয়ে বারে বারে আসবে সময় যবে ।  
 বুক ভরা সব দেহের বাধন ত্ব বিকুল হ'বে ॥  
 গভীর ছৎ-বাধায় মগন নিখিল আকাশ ধরা  
 যতই চলি শুনি দেন ব্যাকুল করা ঝরণি কেন  
 সেই পুরাতন বিশুল কামন অনীম মাঘায় ভরা ।  
 মানব দ্বন্দ্ব একতারাতে উর্জেছে প্রনি বিষম রাতে  
 “যেতে নাহি দিব রে তাও”—অনাহত রবে ॥

( ২ )

আহা মরমে মরিয়া রই দেখি ও বদন-চারে  
 প্রাণ নিলে দিলে কই শুধু বৈধে গেলে হাদে ।

মনে পড়ে সেই নিটি

অধরে চুধন মিঠি

বাসর শয়ন লাগি আকুল কামনা কৈদে ।

( ৩ )

তুমি একজা ঘৰে রও গো তোমার  
 চেয়ে বিজন পথের পারে ।

কোনু ধ্যানের ধনে ক্ষণে ক্ষণে

দেখবে বলে দ্বন্দ্ব দ্বারে ।

কি যেন চাও বঙ্গে কারে কিছুই তোমার হয় না বলা  
 ধাকে দেশে অগম দেশে, মিহে অভিসারের চলা ।

পথ যে মনুর সব অচেনা,

বিষ্ফল প্রাদের লেনা দেনা রে ।

ও যে অশ্র-আশি রও একাকী আপন বাতাসনের ধারে ।

( ৪ )

গোলাপ হয়ে উঠেক মুটে তোমার বাঙা কপোল খানি  
 তোমৰা সম শুণ শুনিয়ে শুনিয়ে ধারে প্রণয় বালী ॥

একটু তোমার পরশ লাগি পরাগ আমাৰ হয় বিবাণী  
 পিসাস জাগায় অধৰ তব দেয় কামনাৰ থবৰ আনি ॥  
 কুড়ি বৃক গকে যেমন কৈদে সমীৰ মিলন তৰে ।  
 তোমার যাচি বাসনা মোৰ আকুল আশায় কৈদে মরে ॥  
 প্ৰেম যদি না রিলে প্রাণে আসবো তবে কিমেৰ টানে ।  
 তবু কেন চোখেৰ কোনে হাসিৰ খেলা নাহি জানে ॥

( ৫ )

কাহাৰে যে জড়াতে চায় ঢুটি বাহলতা ।  
 কে শুনেছে মোৰ পৰাণেও নাৰব আকুলতা ।  
 মুপুৰ বলে নাচেৰ তালে  
 বাধবো তাৰে গেমেৰ জালে,  
 দুই অধৰে শুনাৰে যে  
 মৰিৰ মিলন কথা ॥  
 দেৱ বুকেৰ 'প্ৰে  
 আলিঙ্গনেৰ লতাৰ তোৱে  
 আজকে বৈৰু হৌবনেৰি  
 জাগাও চপলতা ॥

( ৬ )

ওৱে আমাৰ কুঁচ বৱল পৰাগ-মৰীৰে ।  
 চোখেৰ পলক পড়ে না মাৰ তাঙৰ লাগিবে ॥  
 আৰু বীকা এ পথ ধৰে চলছি দিবা রাতি ।  
 নিভ নিভ হয়ে এলো এই জীবনেৰ বাতি ॥  
 কাৰোৱা শুল হয়ে যাইবে যাগাট বকিবে ॥

( ৭ )

ও তোৱ মৰণ যেবিন আসবে কাছে  
 পচেৱ বীৰী পঞ্চবে কানে ।  
 যেন বহে প্রাণে শাস্তি ধাব  
 একটী ব্যাকুল অঞ্চ দানে ॥  
 তোৱ জীবনেৰ কলাণী মে নাশে যেন বিধাদবিষে ।  
 সহজ মনে যেন বে তৃতী পারিস হেতে দৰেৱ পানে ॥  
 ওৱে শুষ্ঠ বিশায় না হয় যেন বিষ্ফল বিশৰ চৰম ক্ষণে,  
 ব্যথায় কৰণ মুখাখানি তোৱ হচ্ছে ভাসি চোখেৰ কোনে ।  
 যেন ললাটে তোৱ পৌছে এমে যেহে কৰ পৰশ-শ্ৰে,  
 ভাৰা তাহাৰ দ্বন্দ্ব পৰাগ ওমুখে তোৱ যেন আনে ॥

মূল্য—দুই টাকা



নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

# মহাপ্রস্থানের পথে

—স্মরণকাহিনী—

প্রবোধ সাম্মাল

পরিচালনা—কার্তিক চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত পরিচালনা—পঙ্কজকুমার মল্লিক

## শীঘ্ৰই আসিতেছে

চিরা ● প্রাচী ● ইন্দিরা

ও

অন্যান্য চিত্রগৃহে

সম্পাদক—শ্রীহেমস্বরূপ চট্টোপাধ্যায় (নিউ থিয়েটার্স )

শ্রীপ্রভাসচন্দ্ৰ দত্ত কৃষ্ণক ৮৩ নং কৰ্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা হইতে প্ৰকাশিত ও  
আঞ্চলিক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ২৭ বি, গ্রে স্ট্রিট হইতে শ্ৰীদেবেন্দ্ৰনাথ শীল কৃষ্ণক মুদ্রিত।



## ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥାଶିଳ୍ପୀ

# শরৎচন্দ্ৰেৰ

ଅରୁପ ଅକାଶ ଗଞ୍ଜୋପାଧ୍ୟାୟ



# ପ୍ରଦୀପ

## ନ୍ଯୂ ଥିଲ୍‌ଟୋର୍ସ କର୍ତ୍ତକ ପ୍ରସୋଜିତ

## —দেবদাস—

### চরিত্র

দেবদাস	...	প্রমথেশ বড় যা
পার্বতী	...	যমুনা
চন্দ্রমূলী	...	চন্দ্রাবতী
ক্ষেত্রমণি	...	ক্ষেত্রবাণী
চূলীলাল	...	অমর মঞ্জিক
ভুবন চৌধুরী	...	দীনেশ দাস
ধৰ্মবাস	...	মনোঃঝন ভট্টাচার্য
অক্ষ ভিথারী	...	কুক্ষচন্দ্ৰ
বিগদাস	...	নির্মল দাসগুপ্ত
জৈনেক ভস্তুলোক	...	সার্বগত
মহেশ	...	শৈলেন পাল
গাঁড়োয়ান	...	অহি সাত্ত্বাল
ঘশোনা	...	লীলা
জলদস্বালা	...	কিশোরী
বড় হো	...	প্রভাবতী

চিত্রপরিবেশকঃ—

আরোরা ফিল্ম কল্পোরেশন  
১২৫, ধৰ্মতলা ট্রুট, কলিকাতা

## দেবদাস

( গলাংশ )

তামসোনামুর প্রামের—

জমিদার নারায়ণ মুখুজ্জের ছেলে—‘দেবদাস’

আর পড়দী মীলকষ্ঠ চক্ৰবৰ্তীৰ মেঘে—পার্বতী

পিতা বলিলেন—“দেবা কল্পাতায় যাব—দেখানে থেকে ভাল করে  
পড়াশুন। কৰতে পারবে।”

পার্বতী দেবদাসকে একো পাইয়া বলিল—“দেবো, তুমি বুঝি কল্পাতায়  
যাবে? দেবদাস বলিল—“আমি কিছুতেই যাব না।” কিন্তু—দেবদাসকে  
কলিকাতায় যাইতে হইল।

চার বৎসর কাট্টিয়া গিয়াছে। এই কয়বৎসরে দেবদাসের এত পরিবর্তন  
হইয়াছে। বালাঙ্গুতি-বিজড়িত সেই মুখ ছাঁখের কথা.....সেই হাসি কান্দা  
মারামারি খেলাধূলার কথা.....

পার্বতীৰ বিবাহের বয়স হইল। পাকুৰ ঠাকুৰা দেবদাসের জননীৰ  
কাছে তাহাদের বিবাহের কথা পাঢ়িলেন। কিন্তু বেচাকেন চক্ৰবৰ্তী ঘৰেৱ  
মেঘে? কৰ্তা বলিলেন—“কুলেৱ কি মুখ হাসাৰ?”

পার্বতীৰ পিতা রাগ কৰিয়া বলিলেন—“মেঘেৱ বিয়ে দিতে আমাদেৱ  
পায়ে থৰে বেড়াতে হয় না—বৰং অনেকেই আমাৰ পায়ে ধৰবে। মেঘে  
আমাৰ কুংগিত নথি।”

তাই বৰ্ধমান জেলাৰ এক গ্রামেৱ জমিদার ভুবন চৌধুৱীৰ মঙ্গে বিবাহ  
ছিল হইয়া গেল। বৰ মোহৰে—বড় বড় ছেলে মেঘে—বয়স চারিশ—  
কিন্তু তা হইলে কি হয়! জমিদার, অচ্ছল দণ্ড—মেঘে যে মুখে  
স্বচন্দে থাকিবে—

রাত্রি তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে—পার্শ্বতী গিয়া দেবদাসকে আগাইল। দেবদাস জিজ্ঞাসা করিল—“কাল তোমার কি লজ্জায় মাথা কাটা যাবে না ?” পার্শ্বতী বলিল—“মাথা কাটা যেত, যদি না আমি নিশ্চয়ই জানতুম আমার সমস্ত লজ্জা তুমি ঢেকে দেবে !”

দেবদাস বলিল—“গোকু আমাকে ছাড়া কি তোর কোন উপায় নেই ?”  
পার্শ্বতী বলিল—“না !”

● ● ● ● ●  
দেবদাস বলিল—“চল তোমাকে বাড়ী যেথে আসি !”  
—“তুমি আমার শব্দে যাবে ?”

—“মতি কি, যদি হৃন্ময় রাটে হয়তো বা কতকটা উপায় হতে পারে”—  
কিন্তু উপায় কিছুই হইল না, দেবদাসকে কলিকাতার ঘাঁইতে হইল। আর পার্শ্বতীও ভুবন চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল।

● ● ● ● ●  
পার্শ্বতীকে হারাইয়া দেবদাস তাহার হংখ ভুলিতে কলিকাতায় বহু চুনীলালের সহিত চন্দ্রমুখীর গৃহে গেল এবং মদ ধরিল। চন্দ্রমুখী বারণ করে; বলে দেবদাস ! “আর মদ খেও না, সইতে পারবে না !”

দেবদাস বলে—“সইতে পারবো বলে মদ খাইনে, এখানে আসবো  
বলে মদ খাই.....লোকে পাপ কাজ আধাৰে করে, আৰু আমি এখানে এনে  
মাঠাল হই !.....”

এমন করে দেবদাসের দিন ঘায়। এবিকে পার্শ্বতী তাহার আমীর ধৰ  
করিতে আসিয়াছে !.....

ছেট্ট বৌটির আগমনে জমিদার ভুবন চৌধুরীর নিরানন্দ গৃহে আবার  
হাসি ফুটিয়া উঠিল।

● ● ● ● ●  
মাঝস চিৱকাল থাকেনা.....দেবদাসের পিতার মৃত্যু হইল। বড় ভাই  
বিজদাস ও বৌদ্ধিনি দেবদাসের অংশের জমিদারী বৰক রাখিয়া তাহাকে  
টাকা ধাৰ দিতে লাগিলেন এবং দেবদাসের অধোগতিৰ পথ প্ৰশ্ন  
কৰিয়া নিলেন।

দেবদাসের মেই শয়ন ঘৰ—রাত্রি মেই একটা—পার্শ্বতী আৰার আসিল।  
তাহার ছেলেবেলাৰ মেই দেবদাস হৰ্ষতি বেধিয়া তাহার চোখে জল আসিল।  
মেজিজ্ঞাসা কৰিল, “তুমি মদ খেতে শিখলে বেল, আৰু কত হাজাৰ টাকা

নাকি গয়না গড়িয়ে দিয়েছ ?”.....আৱ ও বলিল—“দেবদাস”, “আমি যে মৰে  
যাচ্ছি—কখনো তোমার দেৱা কৰতে পেলাম না, আমাৰ আজন্মেৰ সাধ—”  
দেবদাসেৰ চেৱে জল আসিল। দেবদাস প্রতিজ্ঞা কৰিল—“একথা কখনও  
ভুলবো না—আমাকে যত্থ কৰলে যদি তোমাৰ হংখ ঘোচে—আমি তোমাৰ  
কাছে যাব। মৰবাৰ আগো একথা আমাৰ স্বৰূপ থাকবে !”

দেবদাস বড় ভাইয়ের কাছে বাকী সম্পত্তি বৰক রাখিয়া টাকা লাইয়া  
বাহিৰ হইয়া পড়িল। সংসাৰে যে তাহাৰ বক্ষন কিছুই নাই। পার্শ্বতী,  
মে যে আজ পঞ্চষ্ঠী—তাহাকে মে যে অন্দেৰ মত হারাইয়াছে। চন্দ্রমুখী ?—  
না তাহার স্থান হয়। দেবদাস তাই শুধু মদকে জীৱনেৰ একমাত্ৰ সঙ্গী  
কৰিল, তাহাতেই নিজেৰ সমস্ত হংখ ভুবাইয়া দিবাৰ চেষ্টা কৰিল।

দিন যাব...একদিন মাঠাল হইয়া দেবদাস বাস্তাৰ উপৰ পঞ্চষ্ঠী আছে—  
গায়ে অৱ, লিভৰেৰ বাখাাৰ শৰীৰ বুৰি আৱ চলে না। চন্দ্রমুখী তাহাকে  
বাস্তাৰ হৈতে কুড়াইয়া আনিল, তাহার সৰ্বৰ দিবাৰ সুশ্ৰাব। কৰিল দেবদাসকে  
আৱাৰ ভাল কৰিয়া ভুলিল। চন্দ্রমুখী যে দেবদাসকে ভালবাসিয়াছে।  
সারিয়া উত্তিয়া দেবদাস একদিন জিজ্ঞাসা কৰিল—“চন্দ্রমুখী, তুমি আমাৰ  
কেন এত প্ৰাণপণে সেৱা কৰছ ?” চন্দ্রমুখী বলিয়া কেলিল—“তুমি আমাৰ  
সৰ্বৰ সৰ্ব, তাকি আজও বুৰতে পাৱনি ?” দেবদাস ধীৱে ধীৱে বলিল—“তা  
পেৰেছি, কিন্তু তেমন আনন্দ পাই না”.....দেবদাস চলিয়া গেল।

মৰণৰ পথে দাঢ়াইয়া দেবদাসেৰ মনে পড়িল, পার্শ্বতীৰ কাছে তাহাৰ  
প্রতিজ্ঞাৰ কথা। সে যে বলিয়াছিল মৃত্যুৰ আগে মে যাইবে.....দেবদাস  
তাই কৰিল। সংসাৰে তাৰ সব চেয়ে আপনাৰ পার্শ্বতী। তাহারই  
কাছে পৌছিতে হইবে।

দেবদাসেৰ ভাগ্যে তাহা ঘটিল না।

আৱ পার্শ্বতী ?

## গান্চ

( ১ )

যেতে হ'বে যেতে হ'বে যেতেই হবে রে ।  
 অবোধ শিক্ষ মত বাণী বিশ্ব করে কানাকানি,  
 বলে—“যেতে দিবনা রে” প্রেমের গরবে ॥  
 মরমের এই প্রাপ্তি যে প্রকাশ করা শুধুই সাজে  
 হার মানিয়ে বারে বারে আসবে সময় যবে ।  
 বৃক্ষ ভরা সব মেহের বাধন তবু বিফল হ'বে ॥  
 গভীর দৃঢ়-ব্যথায় মগন-নিখিল আকাশ ধরা  
 যতই চলি শুনি বেন ব্যাকুল করা ছবটা কেন  
 সেই পূরাতন বিপুল কাদন অসীম মায়ার ভরা ।  
 মানব হৃদয় একতারাতে উঠেছে ধৰনি দিবস রাতে  
 “যেতে নাহি দিব তোমায়”—অনাহত রবে ॥

( ২ )

আহা মরমে মরিয়া রই দেখি ও বদন-চাঁদে  
 প্রাণ নিলে দিলে কই শুধু বৈধে গেলে কাদে ।  
 মনে পড়ে সেই দিটি  
 অধরে চুম্বন মিঠি

বাসর শয়ন লাগি আকুল কামনা কাদে ।  
 ( ৩ )

তুমি একজা ঘরে রও গো তোমার  
 চেয়ে বিজন পথের পারে ।  
 কোনু ধ্যানের ধনে কষ্টে কষ্টে  
 দেখবে বলে হাদয় দ্বারে ।  
 কি বেন চাও বলবে কারে কিছুই তোমার হয় না বলা  
 থাকে সেগো অগম দেশে, মিছে অভিসারের চলা ।  
 পথ যে স্তুতি সব অচেন,  
 বিফল প্রাণের দেনা দেনা রে ।  
 ও যে অঞ্চ-অঞ্চি রও এককী আপন বাতায়নের ধারে ।

( ৪ )

গোলাপ হয়ে উত্তুক ফুটে তোমার রাঙ্গা কপোল খানি ।  
 তোমরা সম গুণ-গুণিয়ে শুনিয়ে যাবো প্রণয় বাণী ॥

একটু তোমার পরশ লাগি পরাগ আমার হয় বিরাগ  
 পিয়াস জীগায় অধর তব দেয় কামনাৰ খবৰ আনি ॥  
 কুড়িয়ে রুক্ষে গঙ্কে যেমন কাদে সৌৰ মিলন তরে ।  
 তোমায় বাচি বাসনা মোৰ আকুল আশায় কেদে মরে ॥  
 প্ৰেম যদি না দিলে প্রাণে আসবো তবে কিসের টানে ।  
 তবু কেন চোখের কোনে হাসিৰ খেলা নাহি জানি ॥

( ৫ )

কাহারে যে জড়াতে চায় ছৃষ্টী বাহুলতা ।

কে শুনেছে মোৰ প্ৰাণেৰ নীৱৰ আকুলতা ।

হৃষ্টু বলে নাচেৰ তালে

বাধৰো তারে প্ৰেমেৰ জালে,

দুই অধৰে শুনাবে যে

মদিৰ মিলন কথা ॥

দেব বৃক্ষের প্ৰে

আগিঙ্গনেৰ লতার ডোৱে

আজকে বৈু যৈৰনেৰি

জাগীও চপলতা ॥

( ৬ )

ওৱে আমাৰ কুচ বৰণ পৰাগ-স্থীৱে ॥

চোখেৰ পলক পড়ে না মোৰ তৃহার লাগিবে ।

আকা বাকা এ পথ ধৰে চলছি দিবা রাতি ॥

নিভ নিভ হয়ে এলো এই জীবনেৰ বাচি ।

কামাৰি শৱ হৱে যায়ৱে যাহাই বকিৱে ॥

( ৭ )

ও তোৱ মৰণ যেদিন আসবে কাছে

পারেৰ বাণী বাজবে কানে ।

যেন বহে প্রাণে শান্তি ধাৱা

একটা ব্যাকুল অঞ্চ দানে ॥

তোৱ জীবনেৰ কল্যাণী সে নাশে যেন বিষাদবিষে ।

শহজ মনে যেন রে তুই পারিস যেতে দূৰেৰ পানে ॥

ওৱে শুয়ু বিদায় না হয় যেন বিফল বিদায় চৰম ক্ষণে

ব্যথায় কঁচুণ মুখধানি তোৱ ওঠে ভাসি চোখেৰ কোণে

যেন লজাটে তোৱ পৌছে শেষে সোহে কৰ'পৰশ-শেষে

ভৱা তাহাৰ হৃদয় পৰাগমুখ তোৱ যেন আনে ।

---

Published by Aurora Film Corporation Limited and Printed at Prosarna Printing Press,  
26, Bose Para Lane, Baghbazar, Calcutta.

---

নিউ থিয়েটাস' কর্তৃক প্রযোজিত



শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী

শ্রুতেচন্দ্রের

# দেবদাস

পরিবেশক :—

আরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেড

১২৫নং ধৰ্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

## --দেবদাস--

### চরিত্র

দেবদাস	প্রথমথেশ বড় বু
পার্বতী	যমুনা
চন্দ্রমূর্তী	চন্দ্রাবতী
ক্ষেত্রমণি	ক্ষেত্রবালা
চৃগীলাল	অমর মঞ্জিক
ভূবন চৌধুরী	দীনেশ দাস
ধৰ্মদাস	মনোবৰজন ভট্টাচার্য
অক্ষ ভিথারী	কুরুচন্দ্ৰ
বিজডাম	নির্মল দাস গুপ্ত
জনেক ভদ্রলোক	সায়গল
মহেশ	শৈলেন পাল
গাড়োয়ান	অহি সান্তাল
যশোদা	লীলা
জলদবালা	কিশোরী
বড় বো	প্রভাবতী

\* \* \* \* \*  
 ଦେବଦାସ  
 \* \* \* \* \*

( গুরাংশ )

তালসোনাপুর গ্রামে—

জনিদার নারায়ণ মুখজ্জের ছেলে—“দেবদাস”

আৱ পার্শ্বী নীলকণ্ঠ চৰ্জবঞ্চীৰ মেয়ে—“পাৰ্বতী”।

\* \* \* \* \*

পিতা বলিলেন “দেবো কল্কাতায় ধাক—সেখান থেকে ভাল করে  
পড়াশুনো কৰতে পারবে ।”

পার্বতী দেবদাসকে একা পাইয়া বলিল—“দেবদা, তুমি বুঝি কল্কাতায়  
যাবে ?” দেবদাস বলিল—“আমি কিছুতেই যাব না ।” কিন্তু—দেবদাসকে  
কলিকাতায় যাইতে হইল ।

\* \* \* \* \*

চার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে । এই কয়বৎসরে দেবদাসের এত পরিবর্তন  
হইয়াছে । বাল্যস্মৃতি বিজড়িত সেই স্বত্ব দুঃখের কথা.....সেই হাসি কাওয়া  
মারামারি খেলাধূলার কথা..... ।

পাৰ্বতীৰ বিবাহের বয়স হইল । পারুৱ ঠাকুৰা দেবদাসের জননীৰ কাছে  
তাহাদেৱ বিবাহেৰ কথা পাড়িলেন । কিন্তু বেচাকেনা চৰ্জবঞ্চী ঘৰেৱ মেয়ে ?  
কৰ্ত্তা বলিলেন—“কুলেৱ কি স্বত্ব হাসাৰ ?”

পাৰ্বতীৰ পিতা রাগ কঢ়িয়া বলিলেন—“মেয়েৱ বিয়ে দিতে আমাদেৱ  
পায়ে ধৰে বেড়াতে হবে না—বৰং অনেকেই আমাৰ পায়ে ধৰবে । মেয়ে আমাৰ  
বৃংসিত নয় ।”

তাই বৰ্কমান জেলাৰ এক গ্রামেৱ জনিদার ভূবন চৌধুৱীৰ সঙ্গে বিবাহ  
স্থিৱ হইয়া গেল । বৰ দোজবৱে বড় বড় ছেলে মেয়ে বয়স চলিশ—কিন্তু  
তা হইলে কি হয় । জনিদার স্বচ্ছল অবস্থা—মেয়ে যে স্বত্বে স্বচ্ছন্দে থাকিবে ।

\* \* \* \* \*

রাত্রি তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে—পার্বতী দেবদাসকে জাগাইল।  
দেবদাস জিজ্ঞাসা করিল—“কাল তোমার কি লজ্জায় মাথা কাটা যাবে না ?  
পার্বতী বলিল—“মাথা কাটা যেত, যদি না আমি নিশ্চয়ই জানতুম আমার সমস্ত  
লজ্জা তুমি চেকে দেবে !”

দেবদাস বলিল—“পাকু আমাকে ছাড়া কি তোর উপায় নেই ?”

পার্বতী বলিল—“না !”

\* \* \* \*

দেবদাস বলিল—“চল তোমাকে বাড়ী রেখে আসি।”

—“তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?”

—“ফতি কি, যদি দুর্ঘট রটে হয়তো বা কতকটা উপায় হতে পারে”—

কিন্তু উপায় কিছুই হইল না দেবদাসকে কলিকাতায় যাইতে হইল। আর  
পার্বতীরও ভুবন চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল।

\* \* \* \*

জমিদার পত্র—কলিকাতা—বন্ধু বাস্তব ও পার্বতীকে হারাইয়া দেবদাস  
তাহার দৃঢ় ভুলিতে মদ ধরিল। চন্দ্রমূর্খী বারগ করে; বলে—“দেবদাস ! আর মদ  
খেও না, সইতে পারবে না !”

দেবদাস বলে—“সইতে পারবো বলে মদ খাইনে এখানে আসবো বলে  
মদ খাই.....লোকে পাপ কাজ আধারে করে, আর আমি এখানে এসে  
মাতাল হই !.....

এমন করে দেবদাসের দিন যায়। এদিকে পার্বতী তাহার স্বামীর ঘর  
করিতে আসিয়াছে।.....

ছেট বৈত্তির আগমনে জমিদার ভুবন চৌধুরীর নিরানন্দ গৃহে আবার হাসি  
ফুটিয়া উঠিল।

\* \* \* \*

মাহুষ চিরকাল থাকে না.....দেবদাসের পিতার মৃত্যু হইল। বড় ভাই  
বিজ্ঞাস ও বৌদিদি দেবদাসের অংশের জমিদারী বন্ধক রাখিয়া তাহাকে টাকা  
ধার দিতে লাগিলেন এবং দেবদাসের অধোগতির পথ প্রশংস্ত করিয়া দিলেন।

দেবদাসের সেই শয়ন ঘর রাত্রি সেই একটা, পার্বতী আবার আসিল।  
তাহার ছেলেবেলার সেই দেবদাস দুর্গতি দেখিয়া তাহার চোখে জল আসিল।

সে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি মদ খেতে শিখলে কেন, আর কত হাজার টাকার  
নাকি গয়না গড়িয়ে দিয়েছ ?”.....আরও বলিল—‘দেবদ, “আমি যে মরে যাচ্ছি  
—কখনো তোমার সেবা করতে পেলাম না—আমার আজন্মের সাধ—” দেবদাসের  
চোখে জল আসিল। দেবদাস প্রতিজ্ঞা করিল “একথা কখনও ভুলবো না—  
আমাকে যত্ন করলে যদি তোমার দৃঢ় ঘোচে—আমি তোমার কাছে যাব। মরবার  
আগেও একথা আমার স্মরণ থাকবে !”

দেবদাস বড় ভাইয়ের কাছে বাকী সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা লাঠীয়া  
বাহির হইয়া পড়িল। সংসারে যে তাহার বন্ধন কিছুই নাই। পার্বতী সে যে  
আজ পরস্তি—তাহাকে সে যে জন্মের মত হারাইয়াছে। চন্দ্রমূর্খী ?—না তাহার  
ঘৃণা হয়। দেবদাস তাই শুধু মদকে জীবনের একমাত্র সঙ্গী করিয়া, তাহাতেই  
নিজের সমস্ত দৃঢ় ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করিল।

দিন যায়.....একদিন মাতাল হইয়া দেবদাস রাত্তার উপর পড়িয়া আছে—  
গায়ে জর, লিভারের বাথা—শরীর বুরি আর চলে না। চন্দ্রমূর্খী তাহাকে রাস্তা  
হইতে কড়াইয়া আনিল, তাহার সর্বিষ দিয়া শুক্রবা করিয়া দেবদাসকে আবার  
ভাল করিয়া তুলিল। চন্দ্রমূর্খী যে দেবদাসকে ভালবাসিয়াছে। সারিয়া উঠিয়া  
দেবদাস একদিন জিজ্ঞাসা করিল—“চন্দ্রমূর্খী, তুমি আমার সর্বিষ, তাকি আজও বৃত্ততে  
পারনি ?” দেবদাস ধীরে ধীরে বলিল—“তা পেরেছি, কিন্তু তেমন আনন্দ পাই  
না”.....দেবদাস চলিয়া গেল।

মরণের পথে দীড়াইয়া দেবদাসের মনে পড়িল, পার্বতীর কাছে তাহার  
প্রতিজ্ঞা সে যে বলিয়াছিল মৃত্যুর আগে সে যাইবে.....দেবদাস তাই ফিরিল।  
সংসারে তার সব চেয়ে আগমনার পার্বতী। তাহারই কাছে পৌছিতে হইবে।

দেবদাসের ভাগ্যে তাহা ঘটিল না।

আর পার্বতী ?